বণিক বার্তা
শনিবার ■ অক্টোবর ২৫, ২০১৪ ■ কার্তিক ১০, ১৪২১

স্বাস্থ্যহানিকর অ্যাজবেসটসের ঘরে চা শ্রমিকদের বসবাস

বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি

মেহেদী আল আমিন ■

দীর্ঘদিন অ্যাজবেসটসের সংস্পর্শ থাকলে ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে অ্যাজবেসটস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের শহরগুলো এমনকি গ্রামেও এখন আর অ্যাজবেসটস ব্যবহার হয় না। কিন্তু চা বাগানগুলোয় এখনো রয়ে গেছে তা। এতে শ্রমিকদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে।

জানা গেছে, অ্যাজবেসটসের ছাউনিযুক্ত ঘরে বসবাসকারী চা শ্রমিকদের অনেকেই ক্যান্সারে মারা গেছেন। গত বাংলা বর্ষের চৈত্রে ক্যান্সারে মারা যান শ্রীমঙ্গলের দলই চা বাগানের শ্রমিক হরদেব পাশি (৬৫)। তার এক মাস পর মারা যান রামচন্দ্র শুক্লা (৫৫)। এখন থেকে দেড় বছর আগে মারা যান সামদেও ভর (৬০)। দলই চা বাগানে বড় লেবার লাইনের প্রতিবেশী ছিলেন এ তিন শ্রমিক। প্রত্যেকের বাড়িতেই রয়েছে অ্যাজবেসটসের ছাউনি।

সামদেও ভরের স্ত্রী হেমন্তী ভর বলেন, তার স্বামীর বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট ছিল। দুই সপ্তাহ বিছানায় থাকার পর সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। চিকিৎসক বলেছেন ক্যান্সার ছিল। বছর দেড়েক আগে তার স্বামী মারা গেছেন। সেই থেকে এ বাগানে ১০ জনের মতো শ্রমিক ক্যান্সারে মারা গেছেন। এ লাইনেই (বড় লাইন) মারা গেছেন ছয়জন, যাদের সবার ঘরের চালা ছিল অ্যাজবেসটসের। তবে অ্যাজবেসটস যে ক্যান্সারের জন্য দায়ী, এমন কথা জানেন না তিনি।

অ্যাজবেসটসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. খালেদা ইসলাম বলেন, এটা আঁশজাতীয় একটি বস্তু। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করলে হাঁচি, কাশি ও সর্দি হয়। এর সংস্পর্শে এলে শরীরের কোষগুলো রি-অ্যাক্ট করে। এ পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকলে ক্যান্সার হতে পারে। কোষগুলো অ্যাজবেসটসকে মোকাবেলা করার জন্য তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করতে থাকে। অ্যাজবেসটসকে মোকাবেলা করতে না পেরে একপর্যায়ে এ কোষগুলোই ক্যান্সারে পরিণত হয়। এছাড়া গর্ভবতী অবস্থায় এর সংস্পর্শে এলে মায়ের পাশাপাশি গর্ভের শিশুরও ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম ওজনের ও ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম নিতে পারে।

সরেজমিন মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন চা বাগানে গিয়ে দেখা দেছে, কোনো কোনো বাগানে সারি সারি আবার কোনো কোনোটিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাজবেসটস ছাউনির ঘর। এগুলো সবই বাদামি রঙের অ্যাজবেসটস। কোনো বাগানে ৫০ আবার কোনো বাগানে ৩০০টি পর্যন্ত অ্যাজবেসটসের ঘর রয়েছে। এ ঘরগুলোয় বাস করেন হাজার হাজার চা শ্রমিক।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার চাতলপুর চা বাগান ও মাধবপুর উপজেলার দলই চা বাগানে সারিবদ্ধভাবে শত শত অ্যাজবেসটসের ছাউনির ঘর রয়েছে। আর বিক্ষিপ্তভাবে অ্যাজবেসটস ছাউনির ঘর রয়েছে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর চা বাগানে। অনেক বাগানেই রয়েছেন ক্যান্সার রোগী। এরই মধ্যে মারাও গেছেন অনেকে। তবে কেউ বলতে পারেন না, কেন তাদের ক্যান্সার হয়েছিল।

উল্লেখ্য, দেশের মোট ১৬৬টি চা বাগানের মধ্যে ১১৫টির অবস্থানই মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায়। মৌলভীবাজারে ৯২ ও হবিগঞ্জে ২৩টি বাগান রয়েছে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ সচেতন রয়েছে বলে জানান দলই চা বাগানের ব্যবস্থাপক বাবুল সরকার। তিনি বলেন, বেশকিছু ঘরে অ্যাজবেসটস রয়ে গেছে। এগুলো অনেক আগে লাগানো। এখন আর অ্যাজবেসটস দেয়া হচ্ছে না। আর বাগানগুলো থেকে সব অ্যাজবেসটস তুলে ফেলা হবে।

এক ধরনের বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের জন্য অনেক শ্রমিকই জানেন না, অ্যাজবেসটসে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে। আর মালিকরাও শ্রমিকদের বিষয়টি জানতে দেন না।

হবিগঞ্জে ফিনলের মালিকানাধীন রশিদপুরের একটি চা বাগানের শ্রমিক আসুক মিয়া বলেন, শীতকালে 'ডাডেশ' (অ্যাজবেসটস) চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে। এ পানি পিচ রঙের মতো হয়। কোনো জামাকাপড়ে লাগলে আর সে দাগ ওঠে না। তবে এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, তা জানা নেই।

চা শিল্পের বিভিন্ন বিষয় দেখভালের দায়িত্ব বাংলাদেশ চা বোর্ডের। চা বোর্ডের প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের (পিডিইউ) পরিচালক হারুন অর রশীদ বলেন, 'আমরা অ্যাজবেসটস ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছি। সরকারের মালিকানাধীন বাগানগুলো থেকে অ্যাজবেসটস তুলে নেয়া হয়েছে। বেসরকারি মালিকানাধীন বাগানগুলোয় তা কিছু রয়ে গেছে। এগুলো যাতে তুলে নেয়া হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

জানা গেছে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় নিউজিল্যান্ড ১৯৮৪ সালে নীল ও ২০০২ সালে বাদামি রঙের অ্যাজবেসটস ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৬৭ সাল থেকে নীল ও ১৯৮৯ সাল থেকে বাদামি অ্যাজবেসটস নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া জাপান ২০০৪, কোরিয়া ২০০৯, সিঙ্গাপুর ১৯৮৯ ও তুরস্ক ২০১১ সালে যে কোনো ধরনের অ্যাজবেসটস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।